সংবাদ

তারিখ 26 FEB 2005
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

অতিরিক্ত ও নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হবে কবে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সাম্প্রতিক জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশে বর্তমানে অন্তত সাড়ে তিন হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে যেগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। এই দরিদ্র দেশে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অবকাঠামো বাবদ প্রতিবছর কমপক্ষে ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এসব অপচয়ের সূত্রপাত হয়েছে বর্তমান জোট সরকারের আমলে। ২০০১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১ হাজার ৪৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি থাকলেও গত বছরে প্রায় ৫ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত (মাছুলি পে-অর্ডার) করা হয়েছে। অর্থাৎ এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতনের ৯০% সরকার দিচ্ছে।

দেশে সাড়ে তিন হাজারের বেশি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও মাত্র ১৬৪টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর সিংহভাগ, ১০৪টিই হলো মাদ্রাসা। তবে অপ্রয়োজনীয় বলে নয়, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ার জন্য এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। গত দু'বছরে এগুলো থেকে কোন পরীক্ষার্থী পাবলিক পরীক্ষায় পাস করেনি। এ পদক্ষেপে সরকারের বছরে মাত্র ২০ কোটি টাকার মতো বাঁচবে।

দেশে অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য যখন ব্যয় হচ্ছে বছরে হাজার কোটি টাকার মতো তখন ২০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়তো কিছুই নয়। তবুও প্রক্রিয়াটা যে শুরু হয়েছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই। দেশের বার্ষিক বাজেটে দৃশ্যত শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এসব বরাদ্দের বড় একটা অংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সীমাহীন দুর্নীতির জন্য অপচয় হয়। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের উৎসাহে ও প্রভাবে অনেক জায়গায় স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা স্থাপন ও নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোতে সরকারি অনুদান দেয়া হয়। এর সঙ্গে যোগ হয় হাজার হাজার টাকা নিয়ে অযোগ্য শিক্ষকদের এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ এবং এমপিওভুক্ত করার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের ঘুষ দেয়ার রীতিনীতি। সব মিলিয়ে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা অনিয়ম ও দুর্নীতির আখড়া হয়েই থাকে। বেশ কয়েকবার জরিপ করে দেখা গেছে, দেশে বহু স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা 'রয়েছে', যাদের কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ প্রতিমাসে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভুয়া শিক্ষকদের নামে সরকারি অনুদান যাচ্ছে। বলাবাহুল্য এসবের সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা জড়িত এবং তারাই এসব পুষে রেখেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জরিপ থেকে অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব পাওয়া গেলেও এসব চিহ্নিত করে বন্ধ করে দেয়ার ব্যাপারে কোন উদ্যোগের খবর পাওয়া গেল না। শিক্ষামন্ত্রী এ ধরনের অনাচারের কথা স্বীকার করলেও কোন কর্মপন্থার কথা বলতে পারেননি। তিনি এ দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কেননা তার আমলেই নতুন করে ৫ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এদের অধিকাংশই রাজনৈতিক তদবিরের জন্য হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। জোট সরকারের দুই শরিক মৌলবাদী হওয়ার ফলে তাদের চাপে অপ্রয়োজনীয় মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়েছে। প্রতিবছর বোর্ডের পরীক্ষার ফল থেকে এসব অপ্রয়োজনীয় ও নিম্নমানের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার দৈন্যদশা প্রকট হয়ে ওঠে। এত অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশে কি করে নিয়মনীতি না মেনে প্রতিষ্ঠা করা হলো তার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর কর্মকর্তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

দেশে যখন এত বেশি নিম্নমান ও অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তখন গত তিন বছরের 'ধারাবাহিকতা' অনুসরণ করে রাজনৈতিক তদবির ও উৎকোচের বিনিময়ে নতুন স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসা একেবারেই এমপিওভুক্ত করতে দেয়া উচিত হবে না। বরং কি করে ভুয়া ও অপ্রয়োজনীয় প্রতিটি স্কুলের এমপিও স্থায়ীভাবে বাতিল করে দেয়া যায় তার দিকে নজর দেয়া উচিত। আপাতদৃষ্টিতে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সমিতিগুলোরও এতে আপত্তি নেই।